



শ্রী মদন মোহন বসু পত্রিকা ।

তাজ্জব ব্যাপার !

(হান্সরসোদীপক সাময়িক গীতি-রঙ্গ)



শ্রীঅমৃতলাল বসু-প্রণীত ।

ষষ্ঠ সংস্করণ ।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩০৪ সাল ।

কলিকাতা, ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ষ্টার থিয়েটার হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্তৃক

প্রকাশিত।

গীতিরঙ্গোক্ত স্ত্রী-পুরুষগণ ।

স্ত্রীগণ ।

মৃণালিনী মিত্র	...	হাইকোর্টের উকীল ।
কামিনীসুন্দরী মিত্র	...	মৃণালিনীর মধ্যমাজাতা ।
বসন্তকুমারী মিত্র	...	ঐ কনিষ্ঠাজাতা ।
স্মীরদাসুন্দরী মিত্র	...	ঐ ননদিনী ।
নীরদাসুন্দরী মিত্র	...	ঐ সম্পর্কিয়া ননদিনী ।
মুক্তকেশী বগ্নী	...	হুগলি জজকোর্টের সেরেস্তাদার ।
সরসীবালা ভগ্ন	...	মুক্তকেশীর কন্যা ।
অনঙ্গমগ্নরী গুহ	...	চাকর বজেটের সম্পাদিকা ।
নিতম্বিনী ভট্টাচার্য	...	ভলেন্টায়ার সৈন্তের কর্ণেল ।
ধাকুমণি ।		
ননীবালা বিদ্যালঙ্কার ।		
ডাক্তার জি, বি, লাহিড়ী ।		
বিরাজমোহিনী সেন ।		

ঘটকিনী, নাপ্তিনী, নিমন্ত্রিতা স্ত্রীগণ, পাতখোলাওয়ালী,
ভলেন্টায়ার রমণীগণ ইত্যাদি ।

পুরুষগণ ।

বিশ্বম্ভর	...	মৃণালিনীর কান্ত ।
হারিক	...	কামিনীসুন্দরীর কান্ত ।
ত্রীরাম	...	বসন্তের কান্ত ।
জ্যাঠা	...	মৃণালিনীর জ্যেষ্ঠ-স্বশুর ।
মাধব ।		

গোয়াল, পাতখোলাওয়াল, পুরুষগণ, উড়িয়াগণ, ভৃত্য ইত্যাদি ।

KEATING'S PREPARATIONS.

কিটিংস পাউডারের ব্যবহার ।

এই কিটিংএর পাউডার বা অব্যর্থ কীট-নাশক মহৌষধ বিলাতের টমাস-কিটিং দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বহুকাল হইতে পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে । এদেশের অনেকেই ইহার ব্যবহার জানেন না । ইহা দ্বারা ছারপোকা, মশা, মাছি, পিপীলিকা, উই, আরশোলা মরিয়া যায় । বিলাতের প্রত্যেক গৃহিণী অপরাপর প্রয়োজনীর স্রবের সহিত সাদরে ইহা বাজার হইতে কিনিয়া লইয়া যান । গরম কাপড়ে-পুস্তকে, ছোট বাছুরের গায়ে, গৃহপালিত পশু পক্ষীর গায়ে, গাছ পালার গোড়ায় দিলে পোকা লাগিয়া নষ্ট করে না । এই সকলের জন্য কিটিংস পাউডার নিত্য আবশ্যকীয় সামগ্রী । প্রত্যেক গৃহে এক কোটা রাগা উচিত । মূল্য ছোট কোটা ১০/০ আনা । বড় কোটা ১৮/০ আনা ।

ইহা কীট ভিন্ন অন্য জীবের পক্ষে বিষাক্ত নহে ।

কিটিংএর বন্ বন্ ।

ভারতের স্ত্রীলোকের মত গৃহিণী জগতের আর কোথাও দেখা যায় না । সমগ্র পৃথিবীর লোক হিন্দু রমণীর প্রশংসা করে । কিন্তু আধুনিক মহিলাগণ এক বিষয়ে বড় অনভিজ্ঞা । সন্তান লালনপালনে তাহারা কিছু কম দৃষ্টি রাখেন । শিশুর গীড়া না হইয়া পড়িলে তাহাদের আর দৃষ্টি পড়ে না । কিন্তু বিলাতে প্রত্যেক জননী ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হন । সেই জন্য স্বভাবতঃ বিলাতের শিশু বলিষ্ঠ হয় । ক্রিমি রোগ শিশুগণের মধ্যে বড় প্রবল । এই কিটিংএর বন্ বন্ অতিশয় সুস্বাদু, বিলাতের জননীগণ মধ্যে মধ্যে খাদ্য দ্রব্য রূপে শিশুদিগকে ইহা খাইতে দেন, সেই জন্য ক্রিমিরোগে শিশুদিগকে ভুগিতে হয় না । ক্রিমি বড় ভয়ানক রোগ । প্রত্যেক গৃহিণীর এই বন্ বন্ রাখা উচিত । ইহা ব্যবহারে ভবিষ্যতে ক্রিমিরোগের সম্ভাবনা নাই । মূল্য ৮/০ আনা ।

কিটিংএর কফ লজেঞ্জেন্স ।

ইহা সমস্ত পৃথিবীর ডাক্তারগণের পরিচিত এবং প্রশংসিত । সর্বপ্রকার কাশী, সর্দিতে অদ্ভুত ফলপ্রদ ঔষধ । কাশিয়া কাশিয়া প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতেছে, ইহা ব্যবহারে ৫ মিনিটের মধ্যে শান্তি হইবে । কঠিন কফকে সরল করিয়া নির্গত করাই ইহার কার্য, খাইতে সুস্বাদু । মূল্য ৮/০ আনা ।

এই সকল দ্রব্য, ঔষধ ও বাতি আমদানীকারক মেসার্স বিহারীলাল দাঁ কোং, ৫২ নং ক্যানিং স্ট্রীটে, তাহাদের ফারমে আমদানী করিয়া খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করিতেছেন । প্রত্যেক কোটায় ৩ শিশিতে টমাস কিটিংএর নিজ হস্তের স্বাক্ষর আছে এবং তাহাই আসল ।

THE UNIVERSAL ADVERTISING AGENCY.
ADVERTISING CONTRACTORS,
CALCUTTA.

সুলভ পরিচ্ছদালয় ।

মল্লিক ব্রাদার্স

সকল রকম তৈয়ারী পোষাক,

পাথরের চসমা,

বিলাতি জুতা ও নানাবিধ দ্রব্য বিক্রেতা ।

৭৭ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো ।

কলিকাতা ।

আমাদের নিকট সর্বদাই বালক, বালিকা এবং ভদ্র-মহিলাগণের বিবিধ প্রকার পোষাক প্রস্তুত থাকে । সুন্দর কাট্ ছাঁট্, নূতন প্যাটারণ এবং অভিনব ফ্যাসনের জন্ম আমরা সাধারণের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া আসিতেছি । আমাদের দর সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ । যাঁহাদিগের সহিত আমরা এতদিন কারবার করিয়া আসিতেছি, তাঁহাদিগকে আমাদের কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই । সাধারণের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময় একবার দর, জিনিষ দেখিয়া যান । দেশী সাড়ী, ধুতি, উড়ানি এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য অনেক জিনিষ আমাদের নিকট আছে । আমাদের মূল্য-তালিকার জন্ম লিখুন ।

২০ বৎসরের পরীক্ষিত ।

সবর্গমেন্ট আইনানুসারে রেজিস্ট্রী করা

ঔষধ ।

জয়মঙ্গল সূধা—সর্ব প্রকার পুরাতন জ্বর, নূতন জ্বর, শিথায়, স্নীহা সংবৃত্ত জরে, রক্তাশ্রিত্য ব্যবহার্য্য । মূল্য ৥০ ছোট ।

অমৃত-কল্প সালসা কম্পাউণ্ড—রক্তপরিষ্কারক বহু গাছ গাছড়া এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট পেষ্টে হইতে বহু বায়ে প্রস্তুত করা হইয়াছে । ইহা রক্তকারক, রক্তপরিষ্কারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, বলকারক । ১৫ দিন ব্যবহারেই ইহার ফলাফল বুঝিতে পারিবেন ; ইহা সর্ব ঋতুতে, সর্ব অবস্থায় ব্যবহার্য্য । মূল্য ২৮ টাকা ।

একখানি পোষ্টকার্ড লিখিলেই আমাদের ঔষধাবলীর বিবরণ এবং একটি সুন্দর গল্প সমেত পুস্তক বিনা মূল্যে ও বিনা বায়ে পাঠাইব ।

শ্রীরাখালচন্দ্র তা এবং কোং, ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিস্ট—
ডায়মণ্ড মেডিকাল হল ৩ নং বসাক লেন বড়বাজার, কলিকাতা ।

সুবিখ্যাত এন্, বসু এণ্ড কোং

সুসজ্জিত সচিত্র চিঠির কাগজ ।

সখের জিনিষ সুন্দর হওয়া প্রয়োজন, চিঠির কাগজে এত সুন্দর ছবি এপর্য্যন্ত কেহ দেখেন নাই । ছবিগুলি আর্টষ্ট্রুডিওর ছবি অপেক্ষা কোনও অংশে নূন নহে । অত্যন্ত সুলভ ও সুন্দর করা হইয়াছে । দেবদেবীর প্রতিমূর্তি ও যুবক যুবতীর লিখিবার উপযুক্ত নানা প্রকার চিত্রসম্বলিত চিঠির কাগজ ১৬ রকম ১০০ একশত ১১০ দেড় টাকা । ভি, পি'তে লাইলে ৯০ হই আনা অধিক লাগিবে ।

এন্, বসু এণ্ড কোং

২১ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুর্গীহাটা কলিকাতা ।

স্বর্ণমণ্ড ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং প্যারিস্ কেমিক্যাল্

সোসাইটির মেম্বর

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

কেশরঞ্জন তৈল ।

সর্বপ্রকার শির-রোগের মহৌষধ ।

অনেকের চুল অকালে পাকিয়া যায়। চুল উঠিয়া যায়, টাক পড়ে
আবার অনেকের চুলপাকিবার বয়সেও চুল যেমন স্বাভাবিক তেমন
থাকে। ইহার কারণ কি? অগ্রে তাহাই জানা উচিত। শরীরের
লোমকূপের জায় চুলের মূলদেশে স্থগ্ন ছিদ্র আছে। লোমকূপ দিয়া যেমন
শরীরের দূষিত পদার্থ সকল বহির্গত হয়, এবং বাহিরের শীত তাপ
প্রবেশ করিয়া শরীরে স্থগ্ন রাখে, মস্তকের ঐ সকল স্থগ্ন ছিদ্র দ্বারা সেই
কার্য সাধিত হইয়া চুল এবং মস্তিষ্ক স্থগ্ন রাখে। এই সকল ছিদ্র অযত্নে
রুদ্ধ হইয়া গেলেই চুলের পরিপোষণোপযোগী উপাদান সকলের অভাব
হয়। সুতরাং চুলের পীড়া এবং মস্তিষ্কের অস্থিততা উপস্থিত হয়। ইহাই
রহস্য। সুতরাং অক্ষমপকতা, টাক, শিরঃপীড়া, শিরোগূর্ণন প্রভৃতি
উপস্থিত হয়। এই কারণে আমি বিশেষ যত্নে, বিবিধ উপকরণে, বৈজ্ঞানিক
প্রক্রিয়ায়, “কেশরঞ্জন-তৈল” প্রস্তুত করিয়াছি। অসংখ্য প্রশংসাপত্র
দ্বারা আমি বুঝিতেছি যে উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয় নাই। কেশরঞ্জন ব্যবহারে
ঐ সকল স্থগ্ন ছিদ্রের পথ পরিষ্কার থাকে। মস্তকে চিট্ ধরে না, চুল
বৃদ্ধি এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণিত হয়। মস্তিষ্ক শীতল থাকে। সুতরাং
শিরোগূর্ণন, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, মানসিক বিষণ্ণতা, কর্তব্য কাজে অনিচ্ছা,
বিরক্তি, অনুচিত গুণ্ণবাস বা মাদকসেবনজনিত পীড়া, দৃষ্টিশক্তির হ্রাসতা,
শ্রবণশক্তির অল্পতা প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হয়। মানসিক পীড়ায় আমরা
স্বগন্ধ একটি মহৎ উপকারী বলিয়া ব্যবস্থা করি। এই তৈল এমনি মধুর
দীর্ঘকালস্থায়ী সৌরভে সুবাসিত করা হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা মানসিক
পীড়ায় যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। মহিলাগণ বিশেষ যত্নে অধুন! এই তৈল
ব্যবহার করুন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক শিশি ১২ টাকা, ডাক
মাণ্ডল ও প্যাকিং ১০ আনা। একবারে ১২ শিশির মূল্য ১০১ দশ টাকা।
কলিকাতা, ৩৮১ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ
সেনগুপ্ত মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।

ব্যানার্জী এণ্ড মল্লিক

পোষাক বিক্রেতা ।

৩৫০ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ।

আমাদের নিকট সকল রকম কাপড়ের তৈয়ারি পোষাক, যে কোন মাপের হউক না কেন, সর্বদা তৈয়ারি পাইবেন । কাট ও ছাঁট উৎকৃষ্ট ও সুন্দর । মূল্য সুলভ । একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ।

মফঃস্বলের গ্রাহক মহোদয়গণের যে কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য আমরা অল্প কমিশনে পাঠাইয়া থাকি ।

ব্যানার্জী এণ্ড মল্লিক

পোষাক বিক্রেতা

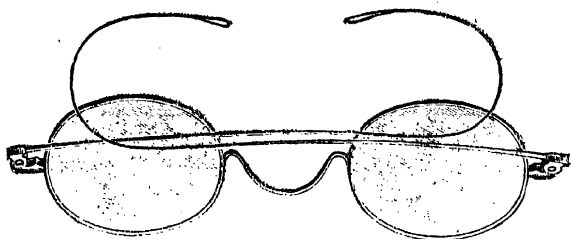
এবং

সাধারণ সরবরাহকারক ।

৩৫০ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ।

(বিডন্ গার্ডেনের পশ্চিম)

দে, মল্লিক কোম্পানীর



আসল ব্রেজিল পাথরের চশ্মা।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা হইতে আমরা সকল রকম চশ্মা আমদানী করিয়া থাকি। আমাদের পাথরের চশ্মা অত্যন্ত স্থলভ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া, কলিকাতার ও মফঃস্বলের প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ উহা ব্যবহার করিতে সর্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন। চক্ষু বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত চশ্মা নির্বাচন করিয়া দেওয়া হয়। যদি কোন কারণে চশ্মা মনোমত না হয়, তবে বদলাইয়া দিয়া থাকি। চশ্মা সম্বন্ধীয় সকল রকম মেরামত অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্থলভমূল্যে হইয়া থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিস্তারিত মূল্য তালিকা আবেদন মাত্র প্রাপ্তব্য।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং

২০ নং লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

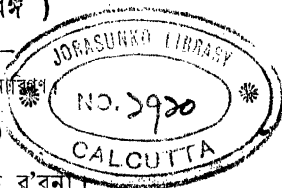
তাজ্জব ব্যাপার !

(গীতি-রঙ্গ)

প্রস্তাবনা—বন্দনা

(গীত)

ফাটকে আটক র'বনী ।



আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা ॥

বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে, দিয়েছ শেকল কেটে,
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি দখল কর জেনানা ॥

আমরা সব কলেজ যা'ব, নলেজ পা'ব,
টপ্পা গেয়ে করবো স্মৃথে বাবুয়ানা ;—
এখন তোমরা কুটনো কোটো, বাটনা বাটো,

দাও লক্ষ্মীপূজোর আল্পানা ॥

আমরা সব ছাড়ব শাড়ী, রাখব দাড়ি,
গাড়ী চড়ে আনাগোনা ;—

(গুণপুরুষ) গাড়ী চড়ে আনাগোনা ।

ছাড়ব না আড়-নয়ন আর মোহন বেণী,
ঐটী নারীর নিশানা ।

(গুণপুরুষ) ঐটী নারীর নিশানা ।

প্রেমের বন্দর, রইল অন্দর, গুছিয়ে কর গিন্নিপনা ॥

প্রথম দৃশ্য ।

বিবাহ সভা ।

(বরাসনে—কন্যা-যাত্রী, বরযাত্রী প্রভৃতি উপস্থিত)

নাগিনী । ওগো কনে ! এই স্নগুরিতে কেটে দিন ।

ঘটকী । কাট কাট, স্নগুরিতে কেটে ফেল, সাবধানে জাঁতি ধরো, যেন হাত কেটোনো ।

স্বরদা । ছি ছি ছি ছি ! কনে এঁটো স্নগুরি কাটলে, ছোটদাদা ঐ স্নগুরিতে গালে করেছিল !

নীরদা । ও কনে ! আমাদের ঢেলা-ফেলার টাকা দাও ; চুপ করে রয়েছ কেন, দাওনা ।

স্বরদা । নীরি ! তুই তো ভারি জ্যাঠা, কনেকে তাক্ত কচ্ছিস কেন ? চুপ করে বোসনা ।

নীরদা । ঢেলা-ফেলার টাকা চাবনা ? বে হয়ে গেলে ফাঁকি দেবে, তখন তুই দিবি ?

স্বরদা । ঢেলা-ফেলার টাকা নেবার তুই কে ? আমরা বাড়ীর মেয়ে, আমাদের কি ঢেলা-ফেলা দেয় ?

নীরদা । না দেয়না বুঝি, তুই তো বড় জানিস !

স্বরদা । না তুই বড় জানিস, মন্ত বড় হয়েছিস কি না ! কনে, তুমি ওর কথা শুননা ভাই, ওটা ঐ রকম যার তার সঙ্গে ছুটুমি করে । তুমি ভাই আমার সঙ্গে কথা কও, আমার সঙ্গে তোমার ভাব ।

নীরদা । আচ্ছা আচ্ছা, স্বরিরি তুই থাম্, আমার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিস, নেমন্তনে মেয়েরা আসুক তোকে দেখে নেব ।

ক্ষীরদা। হাঃ হাঃ হাঃ ! তুই আমার দেখে নিবি ! তুই
আমায় একজামিন করবি—হাঃ হাঃ হাঃ !

(কামিনী ও মৃণালিনীর প্রবেশ)

(উন্নতি-শীলা-দ্বীর পরিচ্ছদ,—কথাবার্তা উপবেশন ভঙ্গি আদি পুরুষভাব ।)

কামিনী। ওরে একেবারে বেশী করে গোটাকতক হুঁকো
এখানে দে যানা ।

ঘটকী। আঙ্গুন বড়বোঁঠাকরণ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?
সভায় বসুন, এঁরা যে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জ্ঞ
ব্যস্ত হয়েছেন ।

মৃণা। এইযে বসি এই ।

(মুক্তকেশী ও সরসীবালার প্রবেশ)

ঘটকী। আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়, আঙ্গুন
আঙ্গুন ! বসতে আজ্ঞা হয় ; আপনাদের দেরি হ'ল যে ?

মুক্ত। আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে এলেম তাইতে একটু
দেরি হ'ল, ঘুরে আসতে হ'ল ।

মৃণা। বসুন বসুন !

ঘটকী। ইনি হচ্ছেন কনের মাসী ।

মৃণা। আপনার নাম ?

মুক্ত। শ্রীমুক্তকেশী বক্সী ।

মৃণা। বিষয়কর্ম কি করা হয় ?

ঘটকী। ভারি কাজ, হাকিমি কাজ ! আপনার কি জ্ঞালিতে
যাওয়া আসা নেই ? উনি সেখানকার জজ-কোর্টের সেরেস্টাদার ।

মুক্ত। আপনার নামটা কি ?

মৃণা। শ্রীমৃণালিনী মিত্র। আমি হাইকোর্টের আপিলেট সাইডে ওকালতী করি।

মুক্ত। বেশ বেশ, এই সূত্রে আলাপ হ'ল বড় সন্তুষ্ট হলেম; মামলা মোকদ্দমার জন্ত যদি কখন হুগলিতে যাওয়া হয় অনুগ্রহ করে আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন।

ঘটকী। তা দেবেন না?—কুটূষ হলেন, উনি হচ্ছেন বরের বড় ভাজ, সংসারের কর্তাই উনি।

মৃণা। ঐটী আপনার কত্থা?

মুক্ত। হাঁ।

মৃণা। কি নাম ভাই তোমার?

সরসী। শ্রীসরসীবালা ভজ্জ।

মৃণা। পড়াশুনা হচ্ছে কোথায়?

সরসী। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, থার্ড ইয়ার।

মৃণা। তবে এইবারে ফাইন্সাল এক্সামিন্?

মুক্ত। হাঁ এইবারেতেই এক্সামিন্ দেবার কথা, সব ঠিক, ক'মাস ধরে মেহন্নৎ করে সারারাত জেগে পড়লে, তা অদৃষ্টক্রমে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে, এক্সামিনের সময় আসতে আসতে ছ'মাস পার হয়ে যাবে, আর এ বছর কি এক্সামিন্ দিতে পারবে?

সরসী। মা ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু আমার বোধ হয় এক্সামিন্ দিতে পারবো; আমার বিয়েভাল ভাল, এন্ট্রেন্স যখন দিই তখন আমার তেরা দশমাস, শেষ এক্সামিনের দিনেই ব্যাথা হ'ল।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

মৃণা। কিরে তুই বাইরে কেন রে?

ভূত্য । (মেয়েলী স্বরে) আপনি একবার বাড়ীর ভেতরে
আসুন বড় বাবু কি একটা বলবেন ।

[মৃণালিনী ও ভূত্যের প্রস্থান ।

মৃণা । এখন আবার কি দরকার ? যাচ্ছি যা ; মশাই বসুন
আমি আসছি ।

ক্ষীরদা । ও কেনে ! কথা কছনা যে ? তোমার নাম কি
বলনা, হাসছ যে, নাম বলতে পার না ?

কেনে । তোমার নাম কি বল দেখি আগে ?

ক্ষীরদা । আমার নাম শ্রীক্ষীরদামুন্দরী মিত্র, আমার
মা'র নাম ৬ দুর্গেশনন্দিনী মিত্র ।

কেনে । কি পড় ?

ক্ষীরদা । রয়েল রিডার নম্বর ফোর্থ, গারল্‌স্ গ্রামার,
পঞ্চমুকুন্দ । তুমি কি পড় ?

কেনে । আমি আর এখন পড়িনা, চাকরী করি ।

ক্ষীরদা । কোথা চাকরী কর ?

কেনে । হাবড়া পুলিশের হেড কেনেটেবল ।

ক্ষীরদা । কেনেটেবল ! কেনেটেবল মানে তো—পা—পা—
পাহারাওয়ালা—তুমি পাহারাওয়ালা ? হুও ! ছোট্টদাদার পাহারা-
ওয়ালার সঙ্গে বে হবে !

নীরদা । ক্ষীরি তো ভারি চালাকি কচ্ছিস ; পড়াশুনার
লড়াই করবি, আমার সঙ্গে লাগনা ।

ক্ষীরদা । তুই তো থার্ড বুক পড়িস্, তুই আমার সঙ্গে
পারবি ? আমি জিওমেট্রি ধরেছি, তুই তা জানিস ? বল দেখিন,
টু ডেস্‌ক্রাইব অ্যান্‌ ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল অগন্‌ এ গিভন্‌

ফাইনাইট ট্র্যেট লাইন, (To describe an equilateral triangle upon a given finite straight line) কেমন করে খুঁজ কত্তে হয় বল দেখিন ?

নীরদা। উঃ ভারিতো জিজ্ঞেস করলি! চট করে বল দেখি, “আমি হই উপরে” ইংরিজীতে কি হ’বে ?

কামিনী। আরে ছুঁড়িগুলো তো বড় গোল কত্তে আরম্ভ করলি !

ঘটকী। করুক করুক, বিবাহ সভায় ও চিরপদ্ধতি আছে। বক্সী-ঠাকরুণের সঙ্গে আমাদের মেজবোমহাশয়ের বুঝি এখনও আলাপ হয়নি ? ইনি হচ্ছেন পাত্রীর মেজভাগ।

মুক্ত। বটে বটে ! আপনার নাম ?

কামিনী। শ্রীকামিনীসুন্দরী মিত্র।

মুক্ত। যা’র বিবাহ হচ্ছে এইটী আপনার সব ছোট দ্যাওর ?

কামিনী। হাঁ।

ঘটকী। শুভকর্ষ হ’য়ে যা’ক, তা’রপর একবার ছেলে দেখবেন ; যেমন রূপ, তেমন গুণ, এই বয়সে গেরস্থালির হেন কাজটী নেই যে জানেনা। আবার শুনেছি নাকি এঁরা একটু পড়তে শুনতে শিখিয়েছেন।

মুক্ত। বটে, বেশ বেশ !

কামিনী। আচ্ছা বক্সী-ঠাকরুণ, পুরুষদের লেখাপড়া সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

মুক্ত। আমার মতে একটু আধটু শিখলে হানি নাই, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তা’তে সংসারের ক্ষতি হয় ; শুনেছি সকালেও কোন কোন পুরুষ লেখাপড়া শিখেছিল।

কামিনী । তা'র প্রমাণ আছে, এমন কি কোন কোন পুরুষ বই পর্য্যন্ত লিখেছেন ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র—

মুক্ত । বিদ্যাসাগর জ্ঞী কি পুরুষ ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; এসিয়াটীক সোসাইটীতে তাঁ'র যে ছবি আছে, তা দেখলে বোধ হয় যে যদিও তিনি অনেকটা পুরুষের মতন কাপড় পরতেন বটে, তবুও তিনি স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁ'র গৌরব দাড়ি কিছই নাই ।

সরসী । বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যা বলছিলেন, যদিও তিনি নিজে একটু আধটু পড়তে শিখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁ'র লেখা দেখলে বোধ হয় যে তিনি পুরুষের লেখাপড়ার উপর চটা ছিলেন ; তাঁ'র ব'য়ে পুরুষ ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে, মেয়েরা রাঁধে, পুরুষের জন্তে কাঁদে ! এই রকম ঠাট্টা করে লেখা আছে ।

মুক্ত । আপনাদের কলকেতায় বাস কদিন ?

কামিনী । অনেক দিন হ'ল, আমার দিদিশ্বাশুড়ীর দিদি-শ্বাশুড়ী এসে এখানে বাস করেন ।

ঘটকী । হাঁ হাঁ ওঁর অতিবৃদ্ধাপ্রদিদিশ্বাশুড়ী—আমায় জিজ্ঞেস করুন, বক্সী-ঠাকরুণ আমায় জিজ্ঞেস করুন ; বড় বনিয়াদি ঘর, ওঁদের কুলুজি আমার কণ্ঠস্থ । তারামণি মিত্র, তস্তা জ্যোষ্ঠা বধু ক্ষেমানন্দরী মিত্র, তস্তা জ্যোষ্ঠা বধু মঙ্গলাসুন্দরী মিত্র, তিনিই আঁটপুর থেকে নিম্কির দারোগা হয়ে কলকেতায় এসে বাস করেন, তস্তা জ্যোষ্ঠা বধু জগৎতারিণী মিত্র, বিলেত জানিত ব্যক্তি, সদর-আলা ছিলেন ; তাঁ'র দুই সংসার, ছোটটাকেও বাড়ীতে এনে নিজের কাছে রেখেই প্রতিপালন করেন, একটা

হ'তেও সম্ভান হয় নাই, তাঁ'র কনিষ্ঠা জা নিস্তারিণী মিত্র, জ্যেষ্ঠা বধু হেমাজিনী মিত্রকে রেখে কানী প্রাপ্ত হন, তাঁ'র জ্যেষ্ঠা বধু সরোজিনী মিত্র, তাঁর বধু—

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

এই দেদীপ্যমানা সম্মুখে জাজ্জল্যমানা মৃণালিনী মিত্র, হাইকোর্টের উকীল, কবে জজ হয়ে বেঞ্চে বসেন !

মৃণা । পুরুতঠাকরুণ বলছেন ঠিক লগ্ন হয়েছে, আপনারা অনুমতি করেন তো বর পাত্রীস্থ করা যায় ।

সকলে । হাঁ হাঁ শুভকর্মে বিলম্ব কি ।

মৃণা । তবে পাত্রীকে নিয়ে যাওয়া যাক, নাপ্তিনী কোথায় ?
নাপ্তিনী । এই যে আমি ঠিক আছি ।

কামিনী । কনের জুতো দাও, কনের জুতো দাও ।

ঘটকী । ওগো বেটাছেলেরা, বাড়ীর ভেতরে একবার শাঁকটা বাজাওনা গো—

(নেপথ্যে শব্দ ও পুরুষকণ্ঠে হলুধ্বনি ।)

কামিনী । (নিমন্ত্রিতাগণকে) আসতে আজ্ঞা হয়, বৈঠক খানায় চলুন ।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অন্তঃপুর—দরদালান ।

(মেয়েলি সেমিজের উপর ডুরে আদি শাটী, ধুতিভাবে পরিধৃত দ্বারিক,
শ্রীরাম ও মাধব, কথাবার্তা মেয়েলি স্বরে)

মাধব । বড়দাদা কি কচ্ছে ?

দ্বারিক । হাই-আমলা বাটছে ।

শ্রীরাম । বড়দাদার ভাই খুব গতর, এই যন্ত্রির কাজটা বলতে গেলে একলাই কচ্ছে ; আমার তো পোড়া শরীর, চাড্ডি ধনে বেটে দিই নড়া ছোটো টাটিয়েছে, হাত নাড়তে পাচ্ছিনি ।

দ্বারিক । বড়দাদা না থাকলে এ সংসার এক দিন চলে ! গতরে না হয় হু-একখানা কল্লুম, কিন্তু অমন গুছোনটী কেউ আর গুছুতে পারবে না, তার ওপর জ্যাঠামশায়ের ভাঁড়ার থেকে জিনিষ বার করে দেবার তো ঐ ছিরি, একটা মাছ সাঁতলাবার তেল, পলা পলা করে ছ' ঘারে দেবেন ।

শ্রীরাম । আর তার ওপর দাদার মুখে কথাটা নেই, সদাই হাসি মুখ ; এক এক সময় জ্যাঠামশায় গজনা কি কম দেন ।

মাধব । যাগ্গে, চল ভাই হাতাহাতি করে পানগুলো সেজে নিইগে, তারপর একটু পরিস্কার ঝরিস্কার হয়ে নিতে হবে তো, এখনই বরণ টরণ কত্তে হবে ।

শ্রীরাম । আমি যে ভাই কি করে বাসর জাগবো তাই ভাবছি, ও এবার বাপের বাড়ী যাওয়া অবধি কি মনে পোড়া ঘুম হয়েছে, ঘরে সন্ধ্যাটী দেবার পর থেকেই চোখ যেন ঢুলে আসে, ছোট ছেলেটা এত কাঁদে আমার সাড়াও থাকে না ।

দ্বারিক । শুনেছি কনে বড় রসিক, জিদ করে ধরে বসবো
গানটান গাইয়ে তবে ছাড়বো ।

শ্রীরাম । আমি ভাই ছেলে ঘুম পাড়াবার নাম করে
একটু ঘুমিয়ে নেব, খানিক রাত্তিরে মেজদা আমার ডেকে ।

দ্বারিক । মাধবের তো ঘুম পাবে না ?

মাধব । পোড়া ! এমনিতেই যার সারা রাত্তির ঘুম হয়
না ; ও সেই অত রাত্তিরে আসে তার পর খাবার টাবার দিতে
শুতে আর রাত কতটুকু থাকে ।

দ্বারিক । বড়দা'কে ভাই আজ ধরে বেঁধে বাসরে বসাতে
হবে ।

মাধব । তিনি বসবেন না, আবার তার ওপর বড়বো-
ঠাকরুণের শরীর অসুখ, রাত জাগা সয়না, তিনি হয়তো বে হয়ে
গেলেই বাড়ীর ভেতর এসে শোবেন ।

(গোয়ালার প্রবেশ)

গোয়ালী ।—

(গীত)

বাঁটের মুখের খাঁটি দুধ কে নিবি তা বল ।
সের করা আধাআধি খালি কলের জল ॥
মাইরি বলছি ভাই, আমার ভগলপুরে গাই,
গইলে বাঁধা কইলে বাছুর এক বিয়েনের ফল ।
টাকাতে ছ' সের, দিচ্ছি এই ঢের,
খেঁড়ো গাইয়ের গাঢ় দুধে গায়ে বাড়ে বল ॥
দুধ চড়ালে কড়ায়, ননী আপনি গড়ায়,
এক বলকে চল্কে ওঠে যেন যৌবন ঢলঢল ॥

গোয়ালী । কোথা গো কর্মবাড়ীর লোকেরা দুধ নাও ।

মাধব । ঘোষের পো যে, ঘোষের পো যে ! ঘোষের পো না হলে বাড়ী জম্‌কায় না ।

শ্রীরাম । ইস্, ঘোষের পোর বার হ'ল তবু বাঁচলেম ।

গোয়ালী । হাঁগা দাদাবাবুরা, তোমাদের কি রকম বিবেচনা, এমন সময় আমি তিন সের দুধ পাই কোথায় বল দেখি ?

দ্বারিক । বলি এখন এনেছ তো, বাড়ীতে পাঁচজন কুটুম্ব ছেলে পিলে নিয়ে এসেছে—

গোয়ালী । আনবনা কেন ? এতো গাইয়ের দুধ, তোমাদের ঘোষের পো কি না পারে ? বল্ল পর, বাঘের দুধ অবধি আনতে পারে !

মাধব । ঘোষের পো ভাই বড় মজার লোক, আজ ওকে বাসরে রাখতে হবে ।

শ্রীরাম । হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোষের পো আর বাড়ীকে কাজ নাই, থাওয়া দাওয়া করে এখানে থাক, আমাদের সঙ্গে বাসর জাগতে হবে ।

গোয়ালী । থাকবার ঘো কৈ দাদাবাবু, গিন্নি আজ তিন দিন হ'ল উলুবেড়ের হাটে গিয়েছেন একটা গাই কিনতে, আজও খবরটী নেই ! দুধটুকু মেপে নেবে চল শীগ্‌গির শীগ্‌গির ঘরে যাই ।

মাধব । আহা থাকনা ।

গোয়ালী । না দাদাবাবু কাল তখন ভোরে আসুবো ।

শ্রীরাম । তবে ভাই আর একটা গান শুনিয়ে যা, মাথা খাস্ ।

গোয়ালী । সেজ্‌দাদাবাবুর গান শোনা এক বাই ।

মাধব। গা' না গা' না, আজ আমোদের দিন।

গোয়লা। আবাব কত্তা এসে পড়বেন।

মাধব। তিনি এখন কোথা, কত কাজে ব্যস্ত।

গোয়লা। নেহাত ছাড়বেনা তো শোন।

(গীত)

আমার স্নুই কি দুধে চলে।

স্নু দুধ হলে খুদ মিলতো কপালে ॥

আমি কত মন্ত্র জানি, কত আপনি বাখানি,

এলোচুলে ঝাড়লে পরে সদ্য ফল ফলে।

আমি না থাকলে পরে, কোন্ নারী বা চাকরী করে,

পেটপোড়া কে দেবে তারে বন্ধ করতে ছেলে ॥

যদি পড়ি আমি জল, নারী-ধরা কল,

বারমুখো যার প্রাণেশ্বরী পড়ে পদতলে ॥

এইবার তো হ'ল, দুধ মেপে নেবে চল।

সকলে। এস, এস।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য ।

ছাঁদলাতলা ।

(বিশ্বস্তর, জ্যাঠা, কুটুম্বগণ ও নাপ্তিনী)

বিশ্ব । ও দাদামশাই তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?
সনাতন কি জানে শোনে ? তুমি এসে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও ।

জ্যাঠা । বিশ্বস্তর কি ঝাকা হলি ? গিনি গিয়েছেন, আমার
কি শুভকর্ষের জিনিষ ছোঁবার বো আছে ।

নাপ্তিনী । নাওনা গো বরণ টরণ করে নাওনা, কনে
কতক্ষণ পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

বিশ্ব । এরা সব কোথায় গেল ? দোয়ারি, শ্রীরাম, মাধব
কা'কেও যে দেখতে পাচ্ছিনে ? হাঁরে ও দোয়ারি—

(দ্বারিক, শ্রীরাম ও মাধবের প্রবেশ)

দ্বারিক । এই যে কাকা, কাপড়টা ছেড়ে এলেম ।

জ্যাঠা । আচ্ছা তোদের কি কিছু আক্কেল নাই, বরকনে
পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আর তোরা রং কচ্ছিলি ।

শ্রীরাম । রং আবার কি কচ্ছিলেম জ্যাঠামশায় ? পানটান
সাজলেম, দুধ জাল দিলেম, কোন্ দিকে কি করবো !

নাপ্তিনী । নাও নাও গো, আর গোল করোনা বরণ কর ।

বিশ্ব । সনাতন বরণ কর ।

দ্বারিক । ছোট-মামা ও সব কাজ ভাল জামে, বরণটা
করে ফেল ।

(বরণ করণ)

শ্রীরাম । মেজ্‌দা' ঝারিটে নাও ।

হারিক । তুমি ঘোর, মাধব গায়ে পড়িস কেন, ঘোর না ।

সকলে ।—

(গীত)

আহা কনে কি নয়না হানে ।

প্রাণ জরজর মদন-বাণে ॥

ও কেমন চায়, মাথা যে ঘূরে যায়,

আমার লাজুক বর ঘোমটা টানে ।

বড় সেয়না কনে, কত ছলা জানে,

আমার নেয়না মনে—

মানা কর, চায়না আমার পানে ;—

কচি বর কিছু জানেনা,

কনে বুঝি মানা মানেনা,

প্রেমে ভাসাবে সই প্রাণের টানে ॥

নাগিনী । নাও পিঁড়ে ধরগো, সাতপাক ঘুরিয়ে বর
কনেকে গুভদৃষ্টি করাও ; তোমরা পারবে না বাইরে থেকে
চারজন মেয়েকে ডাকবো ?

হারিক । না, এই আমরাই নিছি মেয়েদের আর কষ্ট
দিয়ে কাজ নাই ।

নাগিনী । নাও তোল ; ভালমন্দ লোক থাক তো সরে যাও,
গোঁপ পেকে যাবে, মাগের ছয়ো হবে । তোমাদের নিত্কিত্
যা আছে করে নাও, পিঁড়ি স্নদ্ধ বাইরে নিয়ে যেতে হবে ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

রাস্তা ।

(স্ত্রীলোকগণের আফিস যাইবার বিবিধ বেশে গীত)

রাঁধা বাড়া হাঁড়ীকাড়া ঘুচেছে বালাই ।

শিলে লেগেছে আগুণ নোড়ার মুখে ছাই ॥

আমাদের করে স্বাধীন, মিন্‌ষেরা হ'ল অধীন,
আফিস থেকে বাড়ী গিয়ে খাটে শুয়ে পা টেপাই ।

ব্যাচারারা ভাই রাঁধে,

উনুনে ফুঁপাড়ে আর কাঁদে,

আপনার ফাঁদে আপনি পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে ভাই ॥

আমাদের আর কেবা পায়,

পতি সদা পড়ে পায়,

অন্দরের গন্ধমাত্র দেখ আর গায়ে নাই ॥

১ম স্ত্রী । আজ কি ট্রামওয়ায়ে বন্ধ নাকি ?

২য় স্ত্রী । তাইতো বড্ড বেলা হ'ল যে, ন'টা বাজে ।

৩য় স্ত্রী । বাজুগে, আমার পিসী বড় বাবু ।

নেপথ্যে । পাতখোলা লিবিগো ।

(পাতখোলাওয়ালা ও পাতখোলাওয়ালীর প্রবেশ)

(গীত)

কে পোয়াতি রসবতী খোলা লিবি আয়রে ।

এমন খোলা বিকিয়ে গেলে মেলা হবে দায়রে ॥

আমার আপন হাতে গড়া, পোণে পোড়া গরম কড়া,
 দরেতে নরকো চড়া, অমনি পড়ে পায়রে ।
 সৌদাগন্ধে মন মাতে, আবার কুড়কুড়ে তাতে,
 এ পাতখোলা খেলে পরে পোলা কলে পায়রে ॥

পা, ওয়া । পাতখোলা লিবি গো ?

১ম স্ত্রী । ওয়ে এদিকে আয়, এদিকে আয়, ক'খানা
 করে ?

পা, ওয়া । পইসায় দশঠো ।

১ম স্ত্রী । দশখানা করে, পনেরখানা দিবিনি ?

পা, ওয়া । নেই, বারঠো মিলবে মন হয় লে, নেই চলি ।

১ম স্ত্রী । দে আর কি করবো ।

৩য় স্ত্রী । আমায় এক পয়সার দে ।

পা, ওয়া । এই লেও । (খোলা দেওন ও পয়সা গ্রহণ)
 পাতখোলা লিবি গো ।

[পাতখোলাওয়ালা ও পাতখোলাওয়ালীর পূর্ব-গীত গাইয়া প্রস্থান ।

১ম স্ত্রী । তোমারও নাকি ?—ক' মাস ?

৩য় স্ত্রী । আমার ভাই সবে তিন মাস ।

১ম স্ত্রী । আমার ভাই আর চলে না, সাহেবকে বলেছি
 ছুটির কথা ; পেটের ভেতর ঠেলে ঠেলে উঠে, বিউলে আন্ধক
 বই মাইনে দেবেনা বলেছে, আমাদের যে পাজী আফিস

৩য় স্ত্রী । আমাদের সাহেব কিন্তু ভাই আঁতুড় খরচ পর্য্যন্ত
 দেয় ।

১ম স্ত্রী । তোমাদের ভাই "রেলি" তা'দের কথাই জুদো ।

৪র্থ স্ত্রী । চল চল গাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐ মোড়ে চল,
কুর্তি করে চল ।

(গীত)

সকলে ।—আমরা বেরিয়েছি সেই ভোরে ।

মিন্‌ষেরা ঘর নিকুচ্ছে ঘরে ॥

মেল-ডে পড়েছে আজ,

সাহেবের ভারি ঝাঁজ,

কাজ সারতে আজ ঘাম যাবে ঝরে ।

১ম ।— সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট পদ-পিসি,

তা'র অগুারে কলম পিসি,

সকলে ।—সাহেব শালা চোখ রাঙ্গালে,

আঁখি ঠারি বকেয়া চালে,

ঠারা-চোখে রাঙ্গা-মুখের মাথা যায় ঘুরে ॥

২য় ।—আমি রেলির সদর মেট্,

৩য় ।—পিট্রোকোটিন পোরায় আমার পেট,

কয়েকজন ।—গ্রেহেম গুদামে মোদের রেখেছে ভরে ।

৪র্থ ।—আমার মনিব টেলার বেকার,

৫ম ।—খ্যাকার আমার ফরচুন-মেকার,

কয়েকজন ।—মনটিখ্ রেখেছে ভাই আমাদের ধরে ॥

৬ষ্ঠ ।—যা করেন মোর পোষ্ট আফিস,

৭ম ।—তুই তো ভাই তিশি মাপিস,

কয়েকজন।—পুলিশে ঢুকেছে ইয়ার এরা তিন চোরে।

সকলে।—ছিলাম অবলা সরলা, সহে বিরহ জ্বালা,

এখন পুরুষ পাতি, ফুলিয়ে ছাতি

কলম চালাই সজোরে ॥

[সকলের প্রস্থান।

(দুইজন উড়ের প্রবেশ)

পরশু। মু রহিমিনি, ইয়াঁড়কু মু রহিমিনি।

বিদা। কাঁইকি পরশু ভাই, এত্তে থপ্পা কাঁই? বঙ্গাড়িক
আশ আউছন্তি, রোজকার করিবি, নেউটা জিবি কোঁউটা?

পরশু। মত্তে যেত্তে কোঁউ বিদা, কল্কত্তা মু রহিমিনি,
মু বিহানকু জহাজ চড়িকিড়ি জাজপুর জিব। এ স্বপনা শড়া
কোঁউটা গিলা—এ স্বপনা ভাই—স্বপনা ভাই—ই—

নেপথ্যে স্বপনা। ই-ই-ই-ই।

পরশু। আরে ইয়াঁড়কু আসো, আরে ইয়াঁড়কু আসো।

(স্বপনার প্রবেশ)

স্বপনা। কাঁইকি ডাকিছু পরশু ভাই?

পরশু। কঁড় করিথিলা, জাজপুর জিবিনি?

স্বপনা। জিবিনি কাঁই?

পরশু। মুগা থণ্ড দ্বিথণ্ড যোথিলা বাঁধি লেউছি?

স্বপনা। হ, হ,—

পরশু। যত্রা কর, যত্রা কর, জয় প্রভু জগড়নাথ।

স্বপনা। টিকা ঠারি যা—মঘা আউছন্তি সাথ জিব।

পরশু । ধাঁকড়ি লেউ, ধাঁকড়ি লেউ, হাঁক দে হাঁক দে ।

স্বপনা । এ মঘা ভাই—মঘা আই !

নেপথ্যে মঘা । উ-উ-উ-উ—ঠার—ঠার আউছন্তি ।

(মঘার প্রবেশ)

মঘা । অবধাঁড় পরশু ভাই ।

পরশু । অবধাঁড়, দ্যাশ জিব ?

মঘা । দেখিছন্তিনি লুগাপট্টা ঠিক করি লেউছি, পাঁচ তঙ্কা
জহাজ ভড়া লেউছি ; বাপো বাপো কল্কত্তা সহড়কু মনুষ
থাড়ে ? মাইকিনি মরদ বনিব, কঁধা করিব, জড় তুড়িব,
গ্যাসপানি কাম করিব ; আউ মু সব রন্না করিমু, গোড়-বড়া
নাক-গুণা পরিমু ; পড়া পড়া, কল্কত্তা ছোড়ি পড়া ।

বিদা । এ পরশু শড়া যেতে উড়িয়াকো পাগড় করছি ।

পরশু । বিদা—

বিদা । পরশু—

পরশু । তু মতে শড়া বলিলি কঁই ।

বিদা । ব্যাশ করছি বলছি, তু মোর কঁড় করিবি ?

পরশু । কঁড় করিমু দেখিবি ? পণ্ডাঠাকুর কহিকিড়ি
তোর জাত বট্টা করিমু ।

বিদা । তু মোর জাত বট্টা করিবি ? শড়া গোয়াড় ! মারি
পোকুই দিমু !

পরশু । কি তু মতে মারিবি ? আসো—

বিদা । মারিব নাত কি, আসো শড়া ।

পরশু । শড়া তোর ভৌউড়ি ! মারিবি তো আসো ।

বিদা। আসোনা শড়া পড়াইছি কাঁই ?

পরশু। পড়াব না, তোতে কি মু ডরিমু ? যদি মারিবি তো মু কত্তিকি আসো।

বিদা। শড়ার মোচ মু উথাড়ি দিব—

পরশু। শড়ার খুঁটা ধড়িকিড়ি—

মঘা। এ পহারাবালা ! এ পহারাবালা মাই ! এ বলাড়ি পহারাবালা মাই ! দঙ্গা হইছি ! দঙ্গা হইছি !

(দুইজন পাণ্ডার প্রবেশ)

এ পণ্ডাঠাকুর আপনাক দেখ, এ বিদা পরশু দঙ্গা করুছি।

১ম পা। আরে দঙ্গা করুছি কাঁই ?

পরশু। অবধাঁড়, গোড় লাগুছি !

বিদা। অবধাঁড়, গোড় লাগুছি !

১ম পা। জয়, জয়, জয়।

পরশু। মতে বিদা শড়া, শড়া বলিল।

বিদা। বলিবিনি, শড়া ভণ্ড ; যেতে উড়িয়াকো পাগড় করুছি, কোঁউছি এঠারে ঠারলে মাইকিনি মরদ বনিব, মরদ মাইকিনি হব।

১ম পা। আরে বিদা তু গুনিমিনি, পরশু ঠিক কোঁউছি। শড়া বলাড়ি যেতে মরদ সব মাইকিনি হউছি, মাইকিনি আর পন্থি চড়বিনি, জগড়নাথ জিবিনি, সব পগড়ি বাঁধিকিড়ি হপিস যাউছি।

বিদা। হেই অআরাম ঠাকুর, বলভদ্রঠাকুর ঠিক কোঁউছি ? হেই ?

২য় পা । ঠিক ঠিক, জাত জিব । পড়া পড়া,—ভাগড়
ভাগড় ।

সকলে ।—

(গীত)

ভাগড় ভাগড় হো, ধাঁকুড় কুড় কুড় কুড় পড়াই ।

বঙ্গাড়া দ্যাশড় গোড়কু গড় করছু ভাই ॥

কঁড় মল্লড় পড়ি কিড়ি, পনকি ছোড়ি চড়ছু গাড়ী,

বঙ্গাড়ি মাইকিনিয়া কাঁই ;

কল্কত্তা পকাড় ভাত পড়িগিলা ছাই ।

মাইপো করব কঁধা, মতে ধরাইব রঁধা,

উড়িয়া বনব গধা উড়েনী 'সিপাই ॥

কৌউটী প্রভু জগড়নাথ, বঙ্গাড়ি কাড়ি নিল জাত,

টান দেহ ডুরি ধরি দ্যাশ চড়ি যাই ॥

পঞ্চম দৃশ্য ।

সভাগৃহ ।

(সভাপত্নী ও সভ্যাজ্ঞীলোকগণ)

নন্দী । পূর্ববক্তা যাহা বলিলেন তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও
আমি অনুমোদন করিতে পারি না । এখনও আমাদের
জ্ঞী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় নাই ; কে বলে গোঁফে জ্ঞীলোকের শোভার
হানি করে ! ভয়গণ, মনে কর যখন আমরা মেডিকেল কলেজে

বাই, যখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতে বাই, হাউসে, অফিসে, গুদামে—যে যে ভগ্নী যে যে কার্যে যান, সর্বত্র সর্ব্বেকার্যে গোঁফের আবশ্যক ।

সকলে। হিয়ার হিয়ার ! (Hear ! Hear !)

ননী। অধম পরাধীন অন্তঃপুরবাসী পুরুষগণের গোঁফ আছে, আর আমরা বাহিরে, সভায়, জনতায়, গোঁফ নাই বলিয়া লজ্জা পাই—কি ঘৃণা ! কি লজ্জা !

সকলে। শেম্ শেম্ (Shame ! Shame !) (করতালি)

গিরি। চেয়ার-উওম্যান অ্যাণ্ড লেডিজ্ ! (Chair-woman and Ladies) আপনাদের অবশ্যস্বামী ভূটা, জি, বি, ল্যাহিরি, এল, আর, সি, পি, (G. B. Lahiri, L. R. C. P.) কে যদি কিছু বলিতে ডেন টো সে বোলে ; যে গোঁফের জন্ত ননীবালা বিদ্যালঙ্কার এই স্কুওর বস্ট্ টা করিলেন, আর আপনারা সকলে ব্যাঠো, সেই গোঁফ অটি সটারেই উঠিতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মহত্ উপকারও হইতে পারে, আমাদের ছেলে হওয়া বণ্ড হইতে পারে । (করতালি) আমাডিগের উডরের মটো ওভেরিয়া (Ovaria) নামক এক বণ্ট আছে, যদি অপারেসনের (Operation) ডারা টাহা রিমুভ (Remove) করা যায় টাহা হইলে আমাডিগের গোঁফ ডারি উঠিতে পারে ও সণ্টান হওয়া বণ্ড হয় ; এ কঠা বিজ্ঞান সম্মট । অটএব আমি প্রণীত করি যে, আগে যে সকল ষ্ট্রীলোক, ডরওয়ান, খ্যান্সামা ও অন্যান্য ভূটোর কাজ করে, টাহাড়ের উপর এ বিষয় এক্সপেরিমেন্ট (Experiment) করা হউক ; আমাদের অপেক্ষা টাহাড়ের গোঁফ ডারির অটিক প্রয়োজন । এক্ষণে বিরাজমোহিনী সেন কি

বোলেন টাছা শুনা আবশ্যক । আমি আর অটিক বাঁজালা বলিটে পারিটেছি না, আপনারা মাগ করিবেন । (করতালি)

বিরাজ । ডাক্তার গিরিবালা লাহিড়ি যাহা বলিলেন, এ কথা যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহাতে আমার এক বিশেষ আপত্তি আছে । যতদিন পুরুষের গর্ভ হওয়ার কোন সুবন্দোবস্ত না করা যায়, ততদিন আমাদের সন্তান প্রসব বন্ধ করা নিতান্ত স্বার্থপরতা । আমার মতে সকল উন্নতি ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হওয়া উচিত । দাড়ি গোঁফ এবং পুরুষের সন্তান প্রসবের ব্যবস্থার জন্ত আপাততঃ আমেরিকায় মেমোরিয়াল (Memorial) পাঠান হোক, আমেরিকাবাসিগণ জীবলোকের স্বাধীনতার জন্ত যাহা যাহা করিয়াছেন, জগতে তাহা কোন জাতিই করিতে পারেন নাই—

অনঙ্গ । বোল করেন, বোল করেন, চুপ দেন, আমিও বক্তৃতা করবো বইলে সোভায় আসছি, আমারে কিছু বলতি দেন, এই দণ্ডায়মান অইলাম । সোভাপত্নী-ঠাকুরাণ ও বদরমহিলাগণ ! পূর্ববক্তা শ্রীযুক্ত বিরাজমোহিনী সেন, এম্. এ, মশা বা বল্লোন, তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবের আছে ; তিনি যে বল্লোন, যে উন্নতি ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ অওয়া আবশ্যক, এ কথা আমি না করছি না ; কিন্তু তিনি যে কইলান, আমেরিকাবাসিগণ বরই উন্নত, আমরা তাগোর বাঁটেও লাগিনা ; এ কথায় আমি ঝাঝ মারি । উন্নতি কল্পে কল্কতা পিচায়ে পরছে সত্য, কিন্তু পূর্ব-বক্তার গৈরব এখনও বোর্ডমান ; আপনারা বইজপি আমার ডাকা-বজ্জেট মধ্যা মধ্যা পাঠ কইরে আমাকে বাইজ কইরে থাকেন তা অইলে অবশ্য বদর মায়েমানুষ মাত্র স্বীকার করবোন যে জীবলোকের জইজ জাহ বিসর্জন কইরে আমি কত ল্যাখছি !

আমাগোর কেন মোচ ওঠবা না ? মোচের জইন্ত আমেরিকার শলা লবার কি আবশ্যক আমি তো বুঝি না। আমি আপন চইক্ষে ছাথছি, ড্যাকাতে চ্যাংড়াগুলি মোচ উঠাইবার লেগে নাপিতারে পুইসা দিয়া থাম্কা থাম্কা খাউরি করে ; আমরা বদর-মহিলাগণ যইছপি সেই পথ ওবলঘন করি তা অইলে অইধ্যবসায় কইরে খাউরি কর্তি খাউরি কর্তি খাউরি কর্তি অবশুই মোচ দেখা দিতি পারে। (করতালি) আর পুরুষের সন্তান প্রসব—আমি বজ্রনাদে চিচাইয়ে কইতি পারি যে পূর্ব-বঙ্গ এ সম্বন্ধে পথ দেখাইব। আপাততঃ ব্যাতদূর আমাগোর আতে আছে তা কেন না করি ? এই যে এতকাল আমরা মর্দগোর কাচা আঁটাইয়ে রাখছি এড়া কি বদর সম্মত ?

সকলে। হিয়ার হিয়ার ! (Hear Hear !)

অনঙ্গ। আমাগোর অন্তঃপুরবাসী—তাগোর হাত রার করছি এড়া কি সৈভ্যতা ?

সকলে। শেম্ শেম্ ! (Shame ! Shame !)

অনঙ্গ। আমার সোহকারী সোম্পাদিকা শ্রীযুক্তা রুহিণীমণি তোলাপত্তর বোলেন এবং আমিও সে বাক্যের অনুমোদন করি, যে মর্দগোর কাচা ঘুচায়ে ছান আর তাগোর খারু চুরি পরান।

সকলে। হিয়ার হিয়ার ! (Hear ! Hear !) (করতালি)।

অনঙ্গ। আমার প্রস্তাব অত্ৰই বাক্যে বা বলাম কার্যে তা পরিণত করেন, মর্দগোর মায়মানুষের আবরণ দেন।

সকলে। এগ্রিড্ এগ্রিড্ ! (Agreed ! Agreed !)

অনঙ্গ। বিস্তর বাইক্য ব্যয় করে সোভার সময় নষ্ট করলাম, কিন্তু পূর্ববঙ্গের গৈরব, বিশেষতঃ ড্যাকার গৈরব রইক্ষা করা

আমার কৈর্তব্য, এইজইহ্য সোভাপত্নী-ঠাকুরাণ আর বদর-মহিলা বগ্নিগণ আমার মার্জনা কর্বোন। (করতালি)

সভাপত্নী-মৃণা। সভ্যাগণ ! বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আদালতে বিলম্ব হওয়ায় আমি সেইখান হইতে একেবারে সভায় উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং বক্তৃতার জন্ত আমি উত্তমরূপে প্রস্তুত নহি ; তবে এইমাত্র বলি যে, সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা-বজেটের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অনঙ্গমঞ্জরী গুহা মহাশয়া যে সুললিত সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিলেন এবং আপনারা সোৎসাহে করতালিধ্বনি দ্বারা তাহার যেরূপ অনুমোদন করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। (করতালি) তিনি যথার্থ বলিয়াছেন, যে পুরুষদের স্ত্রীবেশ পরান নিতান্ত আবশ্যক ; আমার বাড়ীতেই, অচ্চ, এইক্ষণে, সেই কার্য্য প্রাকৃটি কোল (Practically) আরম্ভ করি। (করতালি) বসন্ত, তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও, এখনি তা'দের শাড়ী গহনা টহনা পরাওগে। (করতালি) [বনস্তের প্রস্থান।

বিরাজ। আমি এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, কেবল একমাত্র কথা যে আমাদিগের বেণী, কর্ণভরণ ও হাতের বালা ত্যাগ করিব না। (করতালি)

অনঙ্গ। এ কথায় আমার আপহিত্য নাই, কেননা দেখা যায় যে পশ্চিমা থোটা পুরুষগুলা—কাণে, আঁতে অলঙ্কার পোরেন, কোমড়র কিছু থাকলেও আমার বাবা নাই।

বিরাজ। এ প্রস্তাব আমি দ্বিতীয় (Second) কর।

ননী। আমি এ প্রস্তাব ভরণপোষণ (Support) করি।

সকলে। সর্ব্ববাদীসম্মত।

(থাকমণির প্রবেশ ও গীত)

আঃ বেঁচেছি ।

আমরা সব কাচা এঁটেছি ॥

কে দেয় বাবা চুলোয় কাঠ, ভাতার দেখে করে ঠাট,
 প্রাণটা আমার গড়ের মাঠ, তাইতো মাল টেনেছি ।
 ছোঁড়ারা নাড়ুক হাঁড়ী, ছুঁড়ীর দল চড়বো গাড়ী,
 যা'ব যা'র তা'র বাড়ী, তাইতে ফুর্তি করেছি ॥

শালারা সব পরক নং,

কবুক মোদের দণ্ডবং,

আমরা পেয়েছি পথ, মদ খেয়ে মেতেছি ॥

মৃণা । থাকমণি বাবু, থাকমণি বাবু, এ যে মিটিং ! (Meeting)

থাক । এই যে বাবা আমিও চেয়ার নিয়ে সিটিং ! (Sitting)

মৃণা । একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বস ।

থাক । কুঠ্যাল আইসের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে আছি ।

অনঙ্গ । বগ্নী কি মাল টানে আসছেন ? শ্রাশা খায়ে
 সোভায় আসাটা বদর উচিত অয় নাই । আমরাও শ্রাসা খাই,
 কিন্তু কোথন, কুথায় ? সন্ধ্যার পর, বাসায়, গোপনে ।

থাক । তামাক দেরে—

মৃণা । থাকমণি বাবু যে একেবারে পুরুষের বেশে ?

থাক । আমি বাবা তোমাদের মিটিং-এর অপেক্ষা রাখিনি,
 শাড়ী চুড়ী আর ভাল লাগেনা ।

মনী । থাকমণি বাবু বড় আমুদে ।

গিরি । কিণ্টু প্রকৃষ্ট ডেশহিট্টেবী ।

থাক । বাবা কাল আমোদ গড়িয়ে গিয়েছে, তামাক দেরে—

মৃণা । থাকমনি একটু থাম, কাল বড়দিন, আমাদের
এক্সমাস্ প্যারেড ; (X'mas Parade) কর্ণেল নিতহিনীর ইচ্ছা
যে গ্রাউণ্ড ইলিউমিনেট (Ground illuminate) করে বেশ
মুনলাইট্ প্যারেড (Moon-light Parade) হয় ।

সকলে । অতি উত্তম ! অতি উত্তম !

থাক । আমারও প্যারেড আছে, প্যারেডে আমি ফাষ্ট'গ্রেড ।

মৃণা । আমার ইচ্ছা, যখন অনঙ্গমঞ্জরী গুহা মহাশয়া
কলিকাতায় আছেন তখন উনিও আমাদের সঙ্গে প্যারেডে
যোগ দেন ।

অনঙ্গ । এ বালো যুক্তি, আমি এতে নাকরছি না ; আমি
ড্যাকা ষ্টুডেন্ট-বলেন্টিয়ারের প্রাইবোন্ট · ইউনিফরম আমার
সাথেই আছে, চাদার ক্যাভাবে আমার নামে ডের টাকা লিখে
লন, ড্যাকা যাইয়েই মনি অর্ডার করবো । এহন চলেন উদ্দেশ্য
করা বাক ।

থাক । তামাক দেরে—

গিরি । আই প্রোপোজ এ ভোট্ অফ্ থ্যাঙ্ক্‌স্ টু দি চেয়ার ।

(I propose a vote of thanks to the Chair.)

সকলে । হিয়ার হিয়ার ! (Hear ! Hear !) (করতালি) ।

মৃণা । তবে অল্প সভার কার্য শেষ হউক ।

থাক । তামাক দিলিনি—

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

রাস্তা ।

নাবীবেশে পুরুষগণ ।— (গীত)

ঘাট হয়েছে বাপ ।

সবাই মোদের কর মাপ ॥

মাগীদের স্বাধীন করে, এখন যেন ম্যাড়া লড়ে,

আমাদের ঘাড়ে চড়ে দিচ্ছে উণ্টো চাপ ।

যুচে গিয়েছে কাছা, অন্দর হয়েছে খাঁচা,

এখন যে প্রাণে বাঁচা গেল জন্মের পাপ ॥

ভাবলেম হ'বে স্বাধীন, মজা দেবে দু'দিন,

এখন দিন পেয়ে ধিন্ ধিন্ নাচে একিরে বাপ দাপ ।

মাগীকে মিন্বে করতে, যে আর বলবে মর্ন্তে,

পোঁতো তা'রে ইঁদুর গর্ভে,

জেনো সে স্বয়ং কলির কাপ ॥

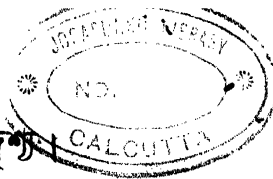
খেলেম কাণমলা নাকমলা, ফিরে কোন্ শালা,

স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা নিয়ে করবে লাফালাফ ।

মেয়েদের দণ্ডবৎ, দিলাম এই নাকে খৎ,

যেমনি পাপ করেছিলাম তেমনি পেলেম তাপ ॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান ।



সপ্তম দৃশ্য

গড়ের মাঠ ।

(কর্ণেল নিতম্বিনী ও ভলেন্টায়ার-রমণীগণ । *)

কর্ণেল । টেনসন্*, সেটান অ্যাট আর ইজ্*,—টেনসন্—রাইট
টার্ণং, আজো বারং । বলি তোমরা যুদ্ধে যেতে পারবে তো ?

ভ, সকলে । বলি হ্যাঁগো কর্ণেল ।

কর্ণেল । বন্দুক ছুড়তে পারবে তো ?

ভ, সকলে । পারবোনা কেনগো কর্ণেল ।

কর্ণেল । তোমাদের যুদ্ধের কি বল ?

ভ, সকলে । নারীর বল, যৌবন বল, তা'তে হ'য়েছি স্বাধীন
দ্বিগুণ প্রবল ।

কর্ণেল । বেশ ! রাইট এবাউট টার্নং—ফ্রন্ট*, কুইক
মার্চ*, হণ্ট* ; শ্রাশনেল সং* ।

ভলেন্টায়ারগণ ।— (গীত)

আমরা কি ডরি অরি ।

নয়ন-বাণে ভুবন জয় করি ॥

আমরা হয়েছি ভলেন্টায়ার,

আর কারে করি কেয়ার,

পরেছি এ ইউনিফর্ম হয়েছি মিলিটারি ।

* এখানে সকলে ড্রিল (Drill) করিবে ।

(১) Attention. (২) Stand at your ease. (৩) Right turn.
(৪) As you were. (৫) Right about turn. (৬) Front. (৭) Quick
march. (৮) Halt. (৯) National song.



আসে যদি কুশিয়া, তাড়াইব কুশিয়া,
 কাবুল দখল একদিনে পারি ॥
 মার্চ মার্চ কুইক মার্চ,
 সার্চ সার্চ এনিমি সার্চ,
 অন্ অন্ টু দি ফ্রন্টিয়ার ;—
 কটিতটে তলোয়ার বুকে বেড়া জরি ।
 রাইট লেফ্ট লেফ্ট রাইট,
 ব্যাল্যান্স স্টেপ্ হবে ফাইট,
 কোট ফিট টাউজার টাইট,
 ইন্ ওয়ার ভলেন্টিয়ার নেভার সরি ॥
 নারীর ভুজবল, কে জিন্বে তা'রে বল,
 পুরুষে যা বলে করে আমরা ইসেরায় সারি ।
 চার্জ চার্জ প্রেজেন্ট ফায়ার,
 ফ্লাই ফ্লাই ভাইল বেয়ার,
 রমণী এসেছি মোরা রণ সজ্জা ধরি ॥
 তরবারি টানিয়া, গাও রুল ব্রিটানিয়া,
 টুডে এক্সম্যাস ডে, অল অফ আস্ গে ;
 সিং সিং সিং ভিক্টোরিয়াস্ ভিক্টরি ॥

যবনিকা ।



শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন কবিরাজ

মহান্নগন্ধি, অপূৰ্ণ

কুন্তলবৃষ্য তৈল ।

কুন্তলবৃষ্য তৈল—জগতে অমূল্য ও অতুলনীয় ।

কুন্তলবৃষ্য তৈল—মস্তিষ্ক শ্লিষ্টকারক ও স্মৃতিশক্তি বর্ধক ।

কুন্তলবৃষ্য তৈল—চিকুরকাস্তি প্রদ ।

কুন্তলবৃষ্য তৈল—খালিত্য ও পালিত্য নাশে অদ্বিতীয় ।

কেশের কমনীয় কাস্তি বৃদ্ধি করিতে ও চিত্তের নিত্য
প্রফুল্লতা অটুট রাখিতে কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই । ইহা
অনুপম, আদি ও অকৃত্রিম । শ্লিষ্টগুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতুল
কোন তৈলই এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই ।

ইহার অনুপম সৌগন্ধে মুগ্ধ হইয়া

বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার, লাটসভার ভূতপূৰ্ণ সদস্য, পরম প্রাজ্ঞ শ্রীযুক্ত

রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়

ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন ।

বঙ্গের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ

বিচারপতি, শ্রায় ও ধর্ম্মের অবতার, মাননীয়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়

কুন্তলবৃষ্যের স্নেহগুণে পরম আনন্দিত ।

রঙ্গপুরের স্বর্গগত

মহারাজা গোবিন্দলাল রায়,

ইহার অমূল্য ও অতুল্য নিত্য-সৌগন্ধে পরম প্রীত হইতেন ;—

অপরোপরি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, শ্রায়বান্ ও সমৃদ্ধিমান্ সকলেই

কুন্তলবৃষ্যের মনোমদ মাধুর্য্যে চিরমুগ্ধ ।

কবিরাজ আশুতোষ সেন,—চিকিৎসক ।

আদি আয়ুর্বেদ ঔষধালয়, ১৪৬ নং ফোজদারী-বালাখানা, কলিকাতা ।

“আমাদের ঔষধ সর্বাপেক্ষা স্থলভ কারণ সর্বোত্তম”

কিং এণ্ড কোম্পানী ।

নিউ হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী ।

৮৩ নং হারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংসন, কলিকাতা ।

নিম্নলিখিত খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের বিশেষ আন্তরিকতা
এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় খোলা হইয়াছে। ডাক্তার ইউনান
এম্, বি, সি, এম্ ; শ্রীদোকড়ি ঘোষ এল, এম্, এম্ ; শ্রীচন্দ্র-
শেখর কালী এল, এম্, এম্ ; শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
এল, এম্, এম্ ; শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় এল, এম্, এম্ ;
শ্রীনিতাইচরণ হালদার এল, এম্, এম্ ; শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
এল, এম্, এম্ ; শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় এল, এম্, এম্ ;
বাকীপুর ; শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম্, এম্ ;
এলাহাবাদ ; শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এল, এম্, এম্ ; কান-
পুর ; শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্, বি ; ডি, এম্, রায়
এম্, ডি ; শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, ডি। এক
ড্রামের মূল্য—মাদার টিংচার ১/০, ১ হইতে ১২ ক্রম ১০, ৩০ ক্রম
১/০। অর্ধ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠাইয়া পত্র লিখিলে বিনামূল্যে
ক্যাটেলগ্ পাঠান যায় ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

বিজ্ঞাপনদাতাগণ অমৃত বাবুর বা গিরিশ বাবুর পুস্তকে
কোন বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক হইলে অনুগ্রহপূর্বক আগার
নিকট পত্র লিখিলেই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন ।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কার্য্যাধ্যক্ষ ।

ইউনিভার্সাল অ্যাড্ভারটাইজিং এজেন্সী

ষ্ট্রয় থিয়েটারে বা ফকিরচাঁদ দেব লেন, বহুবাজার—কলিকাতা ।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্ক সালসা ।

চরক মহাসাগর মস্তনপূর্বক এ সালসা বা সোমরস
উত্তিত হইয়াছে ।

সদগন্ধযুক্ত এবং সুস্বাদু । সহজ শরীরে এবং সর্ব্ব ঋতুতে
এই শক্তিস্বরূপিণী সালসা সেবনীয় । সুস্থ দেহে সেবন করিলে
শরীরে বল হয়, এবং মানব দীর্ঘজীবন লাভ করে ; কোন
রোগদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে ।

বি, বসু এণ্ড কোংর সালসা

অক্ষুধা ও অম্বলের মহৌষধ ; অজীর্ণ ও কোষ্ঠ-কাঠিন্যের
মহৌষধ ; প্রমেহ, কৃমি, অর্শ ও ভগন্দরের মহৌষধ ।

দূষিত-রক্ত, পারার ঘা, উপদংশ, গায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ,
খোস-চুলকানি, কাউর, নারেক্ষা এবং অন্যান্য চর্মরোগ দূর
করিতে,—বি, বসু এণ্ড কোংর সালসার ত্রায় ঔষধ আর নাই ।
কুষ্ঠ পর্য্যন্ত সোমরসে আরোগ্য হয় । ইহা সর্ব্বপ্রকার শক্তি-প্রদ ।

মূল্যাদি ।

	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাক্টিং
১ নং আধপোয়া শিশি ...	১৮/০	১০	৮/০
২ নং একপোয়া শিশি ...	১৮/০	৫০	৮/০
৩ নং দেড়পোয়া শিশি ...	১১৮/০	১	৮/০

ভ্যালুপেবেলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা অধিক পড়ে ।
দুই শিশি বা চারি শিশি অথবা এক ডজন একত্রে লইলে ডাক-
মাণ্ডল কিছু কম পড়ে ।

বিশেষ কথা ।

১ নং এক ডজন সালসা লইলে কমিশন এক টাকা ; ২ নং
এক ডজন সালসার কমিশন দেড় টাকা ; ৩ নং এক ডজন
সালসার কমিশন দুই টাকা । এক ডজনের কম লইলে কেহ
কমিশন পাইবেন না । ১ নং (আধপোয়া) এক শিশি ৪ দিন
সেবনীয় । ২ নং (একপোয়া) ৮ দিন সেবনীয় । ৩ নং (দেড়-
পোয়া) ১২ দিন সেবনীয় । ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র ।

কলিকাতা ৭৯ নং হ্যারিসন রোড, (পটলডাঙ্গা

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য)

ASTHMA SPECIFIC.

হাঁপানি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ।

ঢাকার নবাব সাহেবের ভূতপূর্ব ফ্যামিলি ডাক্তার

K. N. GHOSH.

এই ঔষধ সেবনে বহুসংখ্যক হাঁপানিরোগী একেবারে আরোগ্য হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, ছাপান বিস্তারিত প্রশংসাপত্র ঔষধের শিখির প্যাকেজ ভিতরে আছে। এই ঔষধের বিশেষ গুণ এই যে, হাঁপানির প্রবলাবস্থায় অর্থাৎ যে সময়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের টান হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, সেই সময়ে ২৩ বার খাইলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয় এবং নিয়মিত রূপে কিছু দিন সেবন করিলে রোগ নিস্কূল হয়। এইরূপ একাধারে দুই গুণ আর অল্প কোন হাঁপানির ঔষধে নাই। আমি ইতিপূর্বে ঢাকার নবাব সাহেবের ফ্যামিলি ডাক্তার ছিলাম। প্রায় ২৫ বৎসরকাল উক্ত সহরে প্র্যাক্টিস্ করি, আর ২৫ বৎসরের মধ্যে আমার হস্তে যতগুলি হাঁপানি রোগী পড়িয়াছিল সকলকেই এই ঔষধে আরোগ্য করিয়াছি। সাধারণের হিতার্থে স্প্রতি এই মহৌষধটী পেটেণ্ট করিলাম।

মূল্য প্রতি শিশি ২১ টাকা, ডজন ২১১ টাকা, অর্দ্ধ ডজন ১১১ টাকা, সিকি ডজন ৫১০ টাকা, ডাকমাণ্ডুল স্বতন্ত্র। রেল ঔষধ পাঠাইবার সুবিধা থাকিলে মাণ্ডুল অনেক কম পড়ে।

ডাক্তার শ্রীকেদারনাথ ঘোষ ।

২৮ নং দুর্গাচরণ গিট্রের স্ট্রীট, দর্জিপাড়া, কলিকাতা ।

নূতন পুস্তক নিশীথ চিন্তা ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্ততর অধিনায়ক পূৰ্ব্ব-বঙ্গের গৌরৱ

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর প্রণীত ।

মূল্য ১/ এক টাকা, ডাঃ মাঃ /১০ দেড় আনা ।

ইহাতে সাতটি প্রবন্ধ আছে, ১ রাত্রিকাল । ২ নদীর
জল । ৩ দুঃখ । ৪ তারা আর ফুল । ৫ বিরহ । ৬ আশার
ছলনা । ৭ চন্দ্রবদন ।

কালীপ্রসন্ন বাবুর

প্রাতঃচিন্তা, নিভৃতচিন্তা, ভ্রান্তিবিনোদ, প্রমোদলহরী
অথবা বিবাহ রহস্য—মূল্য প্রত্যেকের ১/ এক টাকা ।
ভক্তির জয়, মূল্য পাঁচ সিকা । সঙ্গীত-মঞ্জরী মূল্য ১০ চারি
আনা এবং পিশুপাঠ্য পুস্তক—কোমল কবিতা—মূল্য ৮/১০
আড়াই আনা । বর্ণপাঠ (শিশুদিগের প্রথমশিক্ষার উপযোগী
অতি সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য পুস্তক)—মূল্য /১০ দেড়
আনা । আদর্শ (দেখিয়া লিখিবার বিবিধ পাঠ, বড় অক্ষরে
মুদ্রিত)—মূল্য ৮/ তিন আনা । নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য ।

কলিকাতা ; ২০ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপ-
জিটারী । ২০৩২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট মনোহোহন লাইব্রেরী ।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী । ৫৭ নং
কলেজ স্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী । ৬৭ নং কলেজ স্ট্রীট, ষ্টুডে-
ন্টস লাইব্রেরী । ঢাকা, বাকুব কুটীরে বাবু হরকুমার বসুর
নিকট । অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার—সংস্কৃত ডিপ-
জিটারী । শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী ।

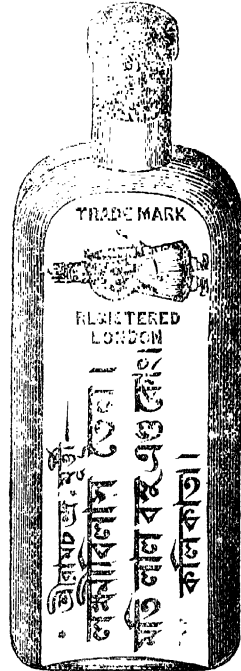
ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত লক্ষ্মীবিলাস তৈল ।

১৮৭৪ সালে আবিষ্কৃত । মতিলাল বহু এণ্ড কোং ইহার একমাত্র
আবিষ্কর্তা । ইহার মনোমুগ্ধকর সুগন্ধিতা, শিথিকারিত্ব, লাভপ্রদায়ক,
মস্তক ও ত্বক্ রোগনিবারক অসাধারণ গুণপ্রভাবে জনসাধারণের নিকট
বহুদিনাবধি বিশেষ সমাদৃত । ইহার
অতিশয় বিক্রয় দেখিয়া লোভ প্রযুক্ত
রাধিকাপ্রসাদ কুণ্ড, হরিলাল হাজারা,
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, কালাচাঁদ কুণ্ড,
১৮৮৯১৯০১৯৭ সালে পিনালকোডের
৪৮২৮৬ ধারানুসারে জাল করা অপরাধে
দণ্ডিত হইয়াছে ।

বিশেষ অনুরোধ, নিম্নলিখিত কয়েকটি
চিহ্ন বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবেন ।

১। রেজিষ্টারি করা (শ্রীরামচন্দ্র
মূর্তিবিশিষ্ট) ও মতিলাল বহু এণ্ড কোং
নামাঙ্কিত সবুজ রঙের শিশি ও উহার
উপরভাগে সোনালি রঙ বিশিষ্ট ক্যাপ-
শুল এবং প্রোপাইটরের প্রতিমূর্তি ও
নাম সম্বলিত নেক্-লেবল ।

২। চারি ভাষায় লিখিত (হিন্দি
টিকিট) ও উহাতে সৰু সৰু ডোর
কাটা এবং (শ্রীরামচন্দ্রমূর্তি) ও কোং
নাম লেখা ।



৩। ব্যবস্থাপত্র যাহা শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে ও যাহার মধ্যে,
৩ রকম কাগজে ৩২ পৃষ্ঠায় ছাপা (গোলাপী, শাদা ও সবুজ) ৭ প্রকার
ভাষায় (বাঙ্গালা, ইংরাজী, নাগরী, কয়েতী, গুজরাটী, উড়িয়া, এবং উর্দু)
লিখিত নিয়মাবলী মুদ্রিত আছে ।

৪। ব্যবহা পুস্তক বাতীত শিশি লইবেন না ।

এটি আউন্স শিশির মূল্য ৮০ আনা, ২৪ আউন্স বোতল ২ টাকা ।
মতিলাল বহু এণ্ড কোম্পানী, অর্ডার সপ্লায়ার্স, কমিসন এজেন্টস্ এণ্ড ড্রাগিস্টস্,
১২২ নং পুরাতন চীনাবাজার, ব্রহ্মচারিদত্ত-ঔষধালয়, কলিকতা ।

বিজ্ঞাপন ।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
কর্ণওয়ালিস ট্রাষ্ট মেডিকেল লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহা-
শয়ের নিকট এবং ষ্টার থিয়েটারে আমার নিকট ও অন্যান্য প্রধান প্রধান
পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় ।

পুস্তক	মূল্য	পুস্তক	মূল্য
বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত	৮০	বিলাপ	৮০
তরুণালা	৮০	ব্রজলীলা ও চাটুজ্যো-বাঁড়ুজ্যো	
হীরকচূর্ণ	১০০	(একত্রে)	১০
তাজব ব্যাপার	১০	চোরের উপর বাটপাড়ি ও ডিসমিশ	
রাজা বাহাদুর	১০	(একত্রে) ৥০ স্থলে	১০
কালাপানি	১০	তিলতর্পণ (পুনর্মুদ্রাক্ষণাপেক্ষা)	
বিবাহ-বিব্রাট	১০	নসীরাম	১০০
বাবু	১০০	বৌ-মা	১০
একাকার	১০০		

যাঁহার প্রয়োজন হইবে উক্ত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে পাইবেন । জীক
মাণ্ডল স্বতন্ত্র লাগিবে ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চৌধুরী ।

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ, ৪১ স্থলে ২১ । গ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ, ২১ স্থলে ১১ ।
গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ, ৪১ স্থলে ২১ । গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ ভাগ, ২১ স্থলে ১১ ।
গ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ, ২১ স্থলে ১১ । গ্রন্থাবলী ৭ম ভাগ, ২১ স্থলে ১১ ।
গ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ, ২১ স্থলে ১১ ।

উক্ত কবিবর প্রণীত, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

নরসিং যজ্ঞ ১০, লয়লা মজনু ১০, ঋষ্যশৃঙ্গ ১০, বেনজীর-বদরেমুনীর ১০,
বনবীর ১০০ ।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ট্রাষ্ট, কলিকাতা,

কেশ-তৈল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ।

পরিষ্কার ময়লাবৃত্ত তৈল ব্যবহারে লোমকূপ বন্ধ হইয়া কেশের সমুদয় অনিষ্ট করিয়া থাকে, এবং দুর্গন্ধ অথবা উগ্রগন্ধ জ্বব্যের ব্যবহারে শিরশীড়া ইত্যাদি মস্তিষ্কের রোগ জন্মাইয়া স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট করে এবং ভ্রাণশক্তি নিপদায় জন্মায়। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ নির্মল তৈল সহজে লোমকূপে প্রবেশ করিয়া কেশ পুষ্ট করিয়া সুস্থ ও সবল রাখে এবং সুগন্ধি জ্বব্যের ব্যবহারে চিত্তের প্রশান্ততা সাধন করিয়া দেহকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করিয়া থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও বিজ্ঞানবিৎদের মত ।

বিশুদ্ধ সুগন্ধ তৈল থাকিতে সামান্য সুবিধা মূল্যের জন্ত অপরিষ্কার এবং দুর্গন্ধ অথবা উগ্রগন্ধ তৈল ব্যবহার করিতে দিয়া আপনার স্ত্রীর অমূল্য কেশের এবং তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যের অনিষ্ট সাধন করা কি আপনার উচিত ? অধুনা আপনার স্ত্রী যে তৈল ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাহার কেশের এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী কিনা তাহা আপনি একবার ভাব করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

কুন্তলীন অতি বিশুদ্ধ তৈল এবং কুন্তলীন প্রকৃত সুগন্ধ তৈল। যাবতীয় দেশীয় তৈল দূরে থাকুক, বহুমূল্যের বিলাতি ম্যাকেনার, গমেটাম ইত্যাদি অপেক্ষাও আমাদের কুন্তলীন উৎকৃষ্ট বলিয়া আমরা গর্ব করিয়া থাকি। আপনি আমাদের কথার সত্যতা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি ? দেশের এবং সমাজের শীর্ষ স্থানীয় অনেক পুরুষ এবং রমণী কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া প্রীত হইয়া স্বেচ্ছায় প্রশংসাপত্র দিয়া আমাদেরিগকে বাধিত করিয়াছেন, আপনি তাহা একবার পড়িয়া দেখিবেন কি ? রাজা, মহারাজা, নবাব, কমিনার, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ গণ্য মান্য লোকের পরিবারে এখন আদরের সহিত কুন্তলীন ব্যবহৃত হইতেছে, ইহা আপনি বিশ্বাস করিবেন কি ? এ সমস্ত বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা না হয়, আপনি আমাদের মাকিসে আসিয়া নিজ ইচ্ছামত পরীক্ষা করিয়া লউন। অধুনা আপনার স্ত্রী যে তৈল ব্যবহার করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ না হইলে ক্রয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সুবাসিত কুন্তলীন	১১
পদ্মগন্ধ কুন্তলীন	১১০
গোলাপগন্ধ কুন্তলীন	২১

এইচ. বসু, পারফিউমার,
৬২ নং-বোবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।

কেন বিলাতী এসেল ব্যবহার করিবেন?

এসেল পুস্তকসার

সদ্য প্রস্তুত নানাবিধ সুরভি পুষ্প হইতে অভিনব বিলাতী উপায়ে সার-সংগ্রহ করিয়া, নিম্নলিখিত এসেলগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। মিষ্ট এবং মনমুগ্ধকর গন্ধে বিলাত হইতে আমদানী অধিক মূল্যের এসেল অপেক্ষা এগুলি কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। অধিকন্তু এটি সকল এসেলের সৌরভ অধিকতর প্রীতিপ্রদ এবং বিলাতী এসেল অপেক্ষা দারুণকাল স্থায়ী। বিশেষতঃ চামেলী, মতিয়া, কামিনী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি কতকগুলি দেশীয় ফুলের এসেল যাহা এ পর্যন্ত কেহ ব্যবহারো-পযোগী করিতে পারেন নাই, তাহা আমরাই প্রথম বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিয়াছি। সদ্য প্রস্তুত কুমুমের মনোহর সুবাস এবং আমাদের প্রস্তুত এসেলের সুবাসে কিছুমাত্র প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে না।

অনেক রাজা, মহারাজা এবং সম্রাট ও সৌখীন মহোদয়গণ, এমন কি অনেক ইংরেজ পর্যন্ত দ্বিগুণ মূল্যের বিলাতী এসেলের পরিবর্তে আমাদের এসেল ব্যবহার করিতেছেন, ইহাই আমাদের এসেলের উৎকৃষ্টতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি। যাবতীয় এসেলের নমুনা আমাদের আফিসে আনিবে আমরা আপনাদের সহিত দেখাইব।

এসেলের তালিকা ।

চামেলী	মল্লিকা	কুমুদিনী
মতিয়া	দেলখোস	মিশ্রকুমুম
কামিনী	হোয়াইটরোজ	পারিজাত কুমুম
রজনীগন্ধা	বগরোরোজ	ভিক্টোরিয়া বোকে

আমাদের প্রস্তুত উল্লিখিত সমুদয় এসেল ঠিক বিলাতী এসেলের মত কুমুদীয়া গুলার দ্বিগুণ চতুর্গুণ এক আউন্স শিশিতে বিক্রয় হয়।

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা মাত্র ।

এইচ বসু, পারফিউমার,

৯২ নং বোম্বাইর স্ট্রিট, কলিকাতা।

